ইউনিট ১৫

পোশাক নির্বাচনে শিল্পের উপাদান (রং, রেখা, বুনট বা জমিন)

ভূমিকা

পোশাক মানুষের মৌলিক চাহিদা। মানব সভ্যতার আদি ইতিহাসে খাদ্যের পরেই পোশাকের স্থান। সে কারণে সভ্য সমাজে পোশাকের গুরুত্ব অশেষ। জন্মের পর থেকেই দেহকে শীত তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন পোশাক।

এই পোশাকের প্রয়োজন মূলত তিনটি কারণে-

(ক) দেহকে শীত-তাপ থেকে রক্ষা করা।

(খ) শালীনতা রক্ষা করা।

(গ) দেহের সৌন্দর্য বর্ধন করা।

এই তিনটি উদ্দেশ্যকে বিবেচনা রেখেই পোশাক নির্বাচন করতে হয়। শুধু তাই নয় পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেই পোশাক নির্বাচনের নীতিমালা তৈরি করতে হয়। এই নির্বাচনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল পোশাক পরিধানে দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। মানুষ মাত্রই সৌন্দর্য প্রিয়। পোশাকের সৌন্দর্যের প্রতি তার লক্ষ্য চিরন্তন।

পোশাক নির্বাচনে শৈল্পিক বিষয়ের প্রতি সচেষ্ট থাকতে হয়। ঋতু বৈচিত্র্যময় আমাদের এই দেশ। ঋতু, সময় ও নিজের সাথে মানানসই পোশাক নির্বাচন রুচিশীল ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। রং পোশাকের শোভা বৃদ্ধি করে। রেখা পোশাক পরিধানকারীর দৈহিক আকারের উপর প্রভাব ফেলে। জমিন পোশাকের আভিজাত্য বাড়ায়। পোশাকের সৌন্দর্য বর্ধনে এসব শিল্পের উপাদানগুলোর ব্যবহার অনস্বীকার্য।

এ ইউনিটে পোশাক শিল্পের উপাদান রং, রেখা, বুনট বা জমিনের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের বিষয়বস্তুকে ৩টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে

- পাঠ-১৫.১ : পোশাক নির্বাচনে রং

- পাঠ-১৫.২ : পোশাক নির্বাচনে রেখার গুরুত্ব
- পাঠ-১৫.৩ : পোশাক নির্বাচনে বস্ত্রের বুনট বা জমিন

পাঠ ১৫.১

পোশাক নির্বাচনে রং

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পোশাক নির্বাচনে রং এর ব্যবহার ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রং চক্র কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পোশাক তৈরির জন্য মানানসই রং নির্বাচন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রং সম্বন্ধে জানা ও রং চক্র

পোশাকের রং, পরিধানকারীর বয়স, পরিবেশ ও উপলক্ষ অনুযায়ী মানানসই হলে যে ব্যক্তি পোশাক পরবে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে, আবার যারা তাকে দেখবে তাদের কাছেও ভালো লাগবে। রঙিন পোশাক নির্বাচন করতে আমাদের প্রথম দরকার রং সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা। রঙের সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় রং চক্রের মাধ্যমে। রং চক্র বোঝার জন্য ছবির ব্যবহার প্রয়োজন। রং চক্রের ছবি দেখে নিচের আলোচনা বুঝতে হবে।

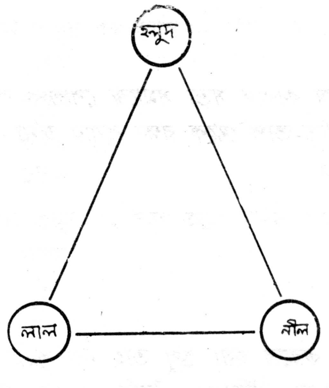

চিত্র ১৫.১ ঃ মূল বর্ণ

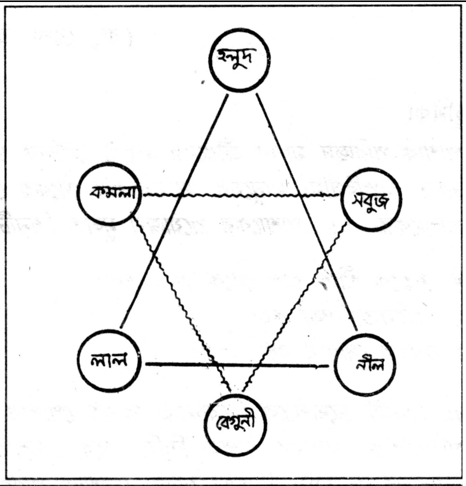

চিত্র ১৫.২ ঃ গৌণ বর্ণের সৃষ্টি

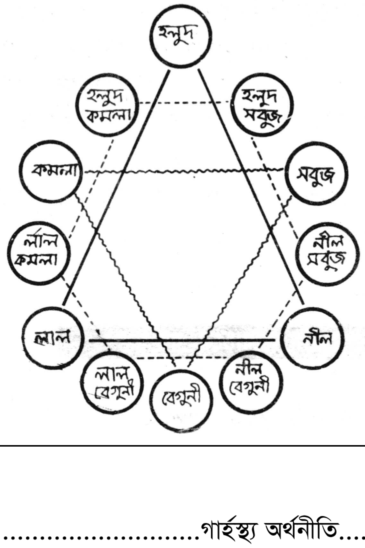

চিত্র ১৫.৩ ঃ রং চক্র

লাল, নীল, হলুদ এ তিনটি মূল বর্ণ। মূল তিনটি বর্ণ থেকে যেকোন দুটি মিশালে যে রং হয় তাকে বলা হয় গৌণ বর্ণ। যেমন লাল ও নীল রং মিশালে বেগুনী, এবং হলুদ রং মিশালে সবুজ এবং হলুদ ও লাল রং মিশালে কমলা রং হয়। তাহলে বেগুনী, সবুজ, ও কমলা এ তিনটি গৌণ বর্ণ। মূল ও গৌন বর্ণের নিজ নিজ প্রখরতা কমিয়ে হয় আকাশী, গোলাপী, সবুজ কলা পাতার রং, হালকা বেগুনী ও হাল্কা কমলা রং। কিন্তু একটি মূল বর্ণ ও একটি গৌণ মিশালে সে বর্ণে দুটি বর্ণের সংমিশ্রণের আভা থাকবে। যেমন লাল ও কমলা মিশালে লালচে কমলা, লাল ও বেগুনী মিশালে লালচে-বেগুনী ও নীল মিশালে নীল-বেগুনী রং হয়। এ গুলোকে বলা হয় প্রান্তিক রং। যে রং দৃষ্টিতে প্রখর লাগে এবং গরম অনুভূতি দেয় তাকে বলা হয় উষ্ণ বর্ণ বা গরম রং। যেমন গাঢ় হলুদ ইত্যাদি। আবার যে রং দেখে ঠান্ডা বোধ হয় তাকে শীতল রং বলা হয় আকাশী, হালকা বেগুনী ইত্যাদি ঠান্ডা রং।

মানানসই রঙের পোশাক নির্বাচন

পোশাক নির্বাচনে পরিধানকারীর বয়স, দেহত্বক শারীরিক অবস্থা ও পেশার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুদের শৈশবে এবং কৈশোরে উজ্জ্বল ও গৌণ বর্ণের পোশাক পরাতে হয়। কিন্তু নবজাতক ও এক বছর পর্যন্ত শিশুদের দেহে পানির পরিমাণ বেশি। ত্বক কোমল ও মসৃণ থাকে বিধায় তাদের হালকা রঙের পোশাক ভালো মানায়। সাধারণত ছেলে শিশু হলে হালকা নীল বা আকাশী এবং মেয়ে শিশু হলে হালকা গোলাপী রং পরাবার রীতি প্রচলিত।

দেহ ত্বকের উপর রঙের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অনেকের ধারণা গায়ের রং ফরসা হলে মূল গাঢ় রং ভালো মানাবে এবং শ্যামলা বা কাল হলে হালকা রং মানাবে ভালো। কিন্তু এ ধারণা ঠিক বলা যায় না। খুব ফরসা রঙের মহিলাদের হালকা রঙের শাড়ি পরলে গায়ের রঙের সাথে পোশাকের রঙের সমন্বয় ঘটে স্নিগ্ধভাবে ফুটে উঠে। রং কাল হলেও তাদের গায়ের সাথে যেন কোন গাঢ় রঙের সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন কালো মেয়েরাও গাঢ় নীল, বেগুনী, সবুজ ও খয়েরী রঙের পোশাক পরতে পারে। হালকা রঙের পোশাকে খুব কালো গায়ের রং বেশি ফুটে উঠে। চোখের রঙের সাথে পোশাকের রং মিলিয়ে পড়লে ভালো দেখায়। চোখের রঙের সাথে পোশাকের রঙের সমন্বয়ে সুন্দর একটা ছন্দের সৃষ্টি হয়, যা দেখতে ভালো লাগে। বৃদ্ধ বয়সে দেহ ত্বকের মসৃণতা ও ত্বক শুষ্ক হওয়ায় উজ্জ্বলতাও কমে যায়। সে কারণে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সাদা ও হালকা রঙের পোশাক ভালো দেখায়।

পরিবেশ ও পোশাকের রং

পোশাকের রং নির্বাচন পরিবেশ বলতে ঋতু বৈচিত্র্য, আবহাওয়া, দিন ও রাতের সময় বিভিন্ন উপলক্ষের পরিবেশ এবং পেশার পরিবেশ বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের জন্য পোশাকের বিশেষ বিশেষ রং ব্যবহারের প্রচলন আমরা দেখতে পাই। শীতে গাঢ় রং, গরমে হালকা রং, বর্ষায় গাঢ় উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরলে যেমন মানানসই হয় তেমন কাজ করতেও সুবিধা হয়। আবার প্রখর রোদে পোশাকের হালকা রং চোখে সহনশীল হয়। বর্ষাকালে আকাশ মেঘলা থাকলে উজ্জ্বল রং পরলে ভালো লাগে। রাতে বিদ্যুতের আলোতে মেয়েদের গাঢ় রঙের পোশাকে ভালো মানায়। হালকা এবং ঠান্ডা রঙের পোশাক পরলে শান্ত কোমল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। রঙের প্রভাবে পোশাক পরিধানকারীর মনের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

পোশাকের বিভিন্ন রঙের সমন্বয়

যারা সালোয়ার কামিজ এবং শাড়ি ব্লাউজ পরেন তাদের কামিজের সাথে সালোয়ার ও ওড়নার রং এবং শাড়ি সাথে ব্লাউজের রঙের সমন্বয় কিভাবে করা যায় জানতে হবে। শুধু এক রঙের পোশাকও তৈরি করা যায়, আবার বিপরীত রং ব্যবহার করেও সমন্বয় আনা যায়। যেমন লাল

শাড়ির সাথে সবুজ ব্লাউজ। কিন্তু বিপরীত রং হালকা বা গাঢ় যেটাই হোক না কেন সেক্ষেত্রে রঙের প্রখরতা একরকম হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ গাঢ় লালের সাথে গাঢ় সবুজ এবং হালকা কমলা রঙের সাথে হালকা সবুজ রং দৃষ্টিতে সহনশীল হয়। গাঢ় রঙের সাথে হালকা রঙের সমন্বয় ঘটানো যায় না। পোশাকের রং আকর্ষণ করে, পরিধানকারীর রুচি ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। সেজন্য পোশাকের রং নির্বাচনে সচেতন থাকা দরকার।

সারাংশ

রং চক্র থেকে মূল রং , গৌণ রং ও প্রান্তিক রঙের ধারণা লাভ করা যায়। অনুভূতি দিয়ে কোন রংকে গরম আবার কোন রংকে ঠান্ডা বলা হয়। দেহত্বকের মানানসই রং নির্বাচনে বয়স ও পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। নিজের রুচি পছন্দ এগুলোও বিবেচ্য বিষয় থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৫.১

সঠিক উত্তরের পাশ (√) ঠিক চিহ্ন দিন।

১. দুই মূল রঙ মিশ্রণে কী হবে?
   (ক) কাল রং (খ) গৌণ রং
   (গ) ধুসর রং (ঘ) লাল রং

২. কাল দেহত্বকে কোন রঙের সমন্বয় ঘটে
   (ক) সাদা (খ) গোলাপী
   (গ) আকাশী (ঘ) গাঢ় নীল

৩. মূল বর্ণ কী কী?
   (ক) লাল, সাদা ও হলুদ (খ) লাল, কাল, ও সবুজ
   (গ) লাল, হলুদ ও নীল (ঘ) কমলা, বেগুনী ও সাদা

৪. শীতের পোশাকে কোন রঙের প্রাধান্য বেশি?
   (ক) গাঢ় রং (খ) কোমল রং
   (গ) হালকা রং (ঘ) নিরপেক্ষ রং

৫. পোশাকে রং নির্বাচনে প্রধান সহায়ক কী?
   (ক) রং চক্রের জ্ঞান (খ) মানুষের সাধারণ জ্ঞান
   (গ) বন্ধু বান্ধবের পছন্দ (ঘ) নিজের রুচি

মিলিয়ে উত্তর দিন

১। লাল + হলুদ মিলে	ক। বেগুনী রং হয়
২। নীল + হলুদ মিলে	খ। কমলা রং হয়
৩। লাল + নীল মিলে	গ। সবুজ রং হয়
৪। হলুদ + কমলা মিলে	ঘ। হলদে সবুজ রং হয়
৫। হলুদ + সবুজ মিলে	ঙ। হলদে কমলা রং হয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্র সহ রং চক্র বর্ণনা করুন?

২. বিভিন্ন বয়সের জন্য রং নির্বাচন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন?

উত্তরমালা ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ক ৫। ক

মিলিয়ে উত্তর দিন ঃ ১। খ, ২। গ, ৩। ক, ৪। ঙ, ৫। ঘ

পাঠ ১৫.২

পোশাক নির্বাচনে রেখার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে, আপনি

১. পোশাক নির্বাচনে রেখার শৈল্পিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

২. বিভিন্ন রেখা ব্যবহার করে পোশাক তৈরির মাধ্যমে দৈহিক গঠনের ত্রুটি আড়াল করার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩. রেখার সমন্বয়ে নকশা সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রেখা

যেকোন পোশাকের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় তাতে রয়েছে বিভিন্ন রেখার শৈল্পিক সমাবেশ। সোজা, বাকা, তির্যক, গোল, আঁকাবাঁকা নানান ধরনের রেখা দিয়ে পোশাক সজ্জিত হয়।কতগুলি রেখা পোশাকের আসল আকৃতির জন্য প্রয়োজন আবার কতগুলি রেখা পোশাকের অলংকরণে শোভা বৃদ্ধিতে ব্যবহার হয়।

রেখার মনোবৈজ্ঞানিক ভাব

পোশাকে রেখার সমাবেশ, মানুষের মনে নানারকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এতে মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। একটি সরল রেখা গম্ভীর ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টাকে বুঝায় পক্ষান্তরে, বক্ররেখা দিয়ে নমনীয়তা, কোমলতা, তৎপরতা ইত্যাদি বোঝায়। বক্ররেখার গতি উপরের দিকে হলে তাতে আনন্দ উল্লাস এবং একই রেখার গতি নিম্নমুখী হলে তা বিষাদ ও নিরুৎসাহের ইঙ্গিত বহন করে। খাড়া সোজা রেখা সততা ও সাহস বোঝায়। আনুভূমিক রেখা আরাম ও বিশ্রামের প্রকাশ ঘটায়। একইভাবে তির্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে। একটি কেন্দ্র বিন্দু থেকে চতুর্দিকে প্রসারিত রেখা জীবনীশক্তি ও শক্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। রেখার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি থেকে এটাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে পোশাকে রেখার বহুমুখী ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রেখার প্রকার ভেদ-

১. খাড়া/লম্বা রেখা

২. দিগন্ত/ সমান্তরাল রেখা

৩. কোণাকুণি রেখা

৪. বক্র রেখা

৫. তির্যক রেখা

৬. ভগ্ন রেখা

রং যেমন পোশাকে বৈচিত্র্য আনে তেমনি রেখাও পোশাকের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। রেখার বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপনের ভঙ্গিমা পোশাকের নকশাকে করে শিল্পমন্ডিত এবং আকর্ষণীয়।

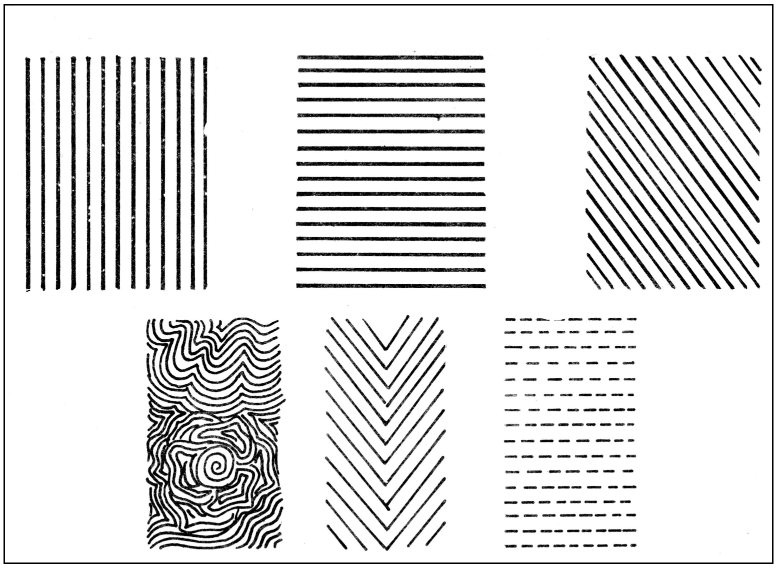

চিত্র ১৫.৪ ঃ বিভিন্ন রেখা

বিভিন্ন রেখার ব্যবহার

দুটি সমান উচ্চতকার রেখা "a"এবং 'b'। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে 'a' রেখা 'b' হতে ছোট মনে হয়, কিন্তু আসলে দুটি রেখার দৈর্ঘ্য সমান। শুধু মাত্র রেখাদ্বয়ের প্রান্তে v আকারের উপস্থিতিই সমায়িক ভাবে বিভ্রান্ড়ির সৃষ্টি করছে। কাজেই রেখার গতি পরিবর্তনে অবয়বেরও পরিবর্তন ঘটে। একইভাবে কোণাকুণি রেখা দৈঘ্য বাড়াতেও পারে আবার কমাতেও পারে। সেটা নির্ভর করবে রেখার ব্যবহারের উপর। ঠিক একই ভাবে তির্যক রেখাগুলো দৈর্ঘ্য বাড়ায় আবার কমাতেও পারে। বক্ররেখাগুলোর দৈর্ঘ্য বাড়ালে কমালেও ছন্দ সৃষ্টি করে । ভগ্ন রেখাগুলোর মধ্যে যে ধরনের রেখার সমাবেশ বেশি ঘটবে তার প্রভাবই বেশি করে ফুটে উঠবে। যেমন-

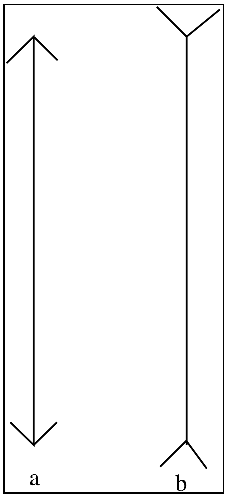

চিত্র ১৫.৫ ঃ বিভিন্ন রেখার প্রভাব

১. পুন:পুন: রেখা
২. বিপরীত রেখা
৩. পরিবর্তনশীল রেখা

পুন:পুন: রেখা

একটি পোশাকের রঙের ডিজাইনে একই রেখা বারবার ব্যবহার করা যায়। রেখাগুলোর সংখ্যা প্রকৃতি এবং অবস্থান কেমন হবে তা নির্ভর করবে পোশাকের ডিজাইনের উপর। আমরা জেনেছি যে রেখার গতি, প্রকৃতি ও অবস্থার পরিবর্তন করে একই ডিজাইনে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করা সম্ভব।

বিপরীত রেখা

আবার একটি কাপড়ে বিপরীত ধর্মী রেখাদিয়েও ডিজাইনে নতুনত্ব, অভিনবত্ব আনা যায়। রেখা ব্যবহারের সময় শিল্পনীতিগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে ও পোশাকে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। বিপরীত দিক হতে সেলাই দিয়েও বিপরীত রেখা সৃষ্টি করা যায়।

পরিবর্তনশীল রেখা

একটি রেখা গতিপথকে পরিবর্তন করে আরেকটি ডিজাইন সৃষ্টি করা যায়। রেখার ব্যবহার পোশাক পরিধানকারীর শারীরিক বৈশিষ্টের উপর নির্ভর করে। পরিবর্তনশীল রেখাতে ছন্দ বেশি থাকে ফলে দৃষ্টির উঠানামা হয়। সে কারণে দৈহিক ত্রুটি ঢাকা যায় সহজে। পরিবর্তনশীল রেখা বৈচিত্র্যময় ডিজাইন তৈরিতে বেশ উপযোগী।

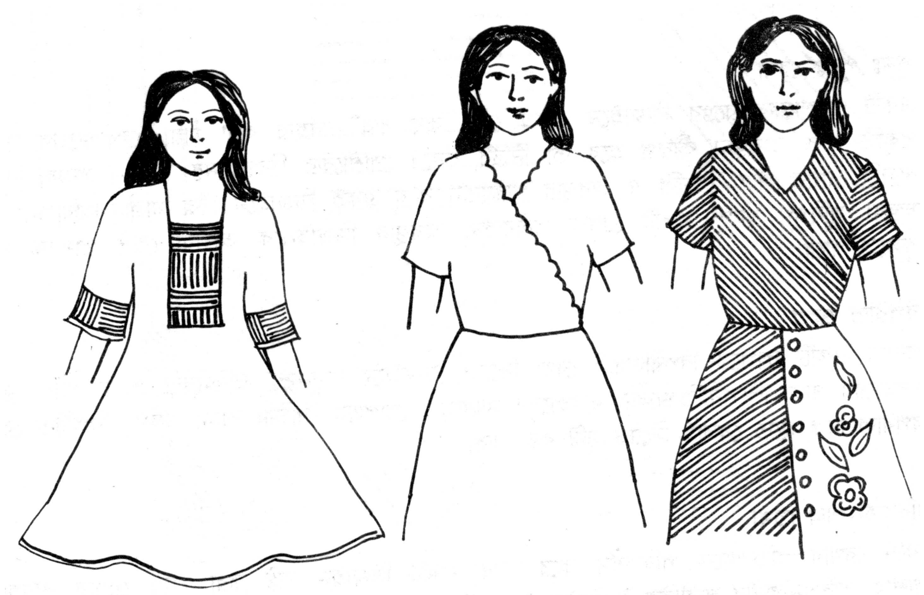

চিত্র ১৫.৬ ঃ পোশাকে বিভিন্ন রেখার ব্যবহার

পোশাক পরিধানকারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও রেখার ব্যবহার

লম্বা পাতলা দেহের অধিকারী ব্যক্তিদের পোশাকে বক্র, তির্যক, আনুভূমিক, দিগন্তরেখা ইত্যাদি বাহুল্য থাকলেও ক্ষতি নেই কারণ এর দৈর্ঘ্যকে কমাতে পারে এবং পোশাকে লাবণ্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে। তবে বেঁটে, মোটা ব্যক্তির পোশাকে খাড়াভাবে তির্যক রেখার ব্যবহার বেশি পরিমাণে থাকলে দেহের উচ্চতার ত্রুটিমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেঁটে মেয়েদের লম্বা ডোরাকাটা শাড়িতে মানায় ভালো অপরদিকে সমান্তরাল ডোরাকাটা শাড়ি লম্বা মেয়েদের জন্য বেশি প্রযোজ্য। তাই প্রত্যেক পোশাকের অবয়ব বা আকৃতির সাথে নিজেদের আকৃতি ও প্রকৃতির কথা চিন্তা করতে হবে। একই পোশাকে একজনকে খুবই ভালো লাগতে পারে। তাই বলে সে পোশাকে অন্য জনকেও ভালো লাগবে এমনটি ভেবে পোশাক নির্বাচন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পোশাকের ডিজাইনে রেখার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাই নিজের কাপড় নির্বাচনের ব্যাপারে অধিকতর সচেতন হওয়া উচিত।

সারাংশ

পোশাক তৈরিতে রেখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। বিভিন্ন রেখার সমাবেশ পোশাকে নকশার সৃষ্টি হয়। তাই রেখার ব্যবহার করতে হলে রেখা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। রেখার একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব সবসময় চোখে ধরা পড়ে। যে কারণে কোন রেখা কখন, কোথায় ও কিভাবে ব্যবহার করতে হবে রেখার প্রকারভেদ থেকে তা জানতে হবে। এক একটি রেখা পরিধানকারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর এক এক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- খাড়া রেখাগুলো বেঁটে দেহকে লম্বা দেখায় এবং দেহকে সমান্তরাল রেখাতে কিছু ছোট দেখায়। পোশাকে রেখার গতির ব্যবহার ও বিবেচনায় রাখতে হবে। পোশাক নির্বাচনে রেখার ব্যবহার খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রেখা কত প্রকার?
   (ক) দু'প্রকার (খ) তিন প্রকার
   (গ) পাঁচ প্রকার (ঘ) ছয় প্রকার

২. লম্বা পাতলা দেহে খাড়া রেখার প্রভাব কী?
   (ক) আরো লম্বা দেখায় (খ) পাতলা দেখায়
   (গ) ছোট দেখায় (ঘ) মানানসই লাগে

৩. বক্র রেখায় কী ধরনের মনোভাব প্রকাশ পায়?
   (ক) নমনীয় ও কোমলতা (খ) গম্ভীর ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা
   (গ) আনন্দ ও উল্লাস (ঘ) বিষাদ ও নিরুৎসাহ

৪. আনুভূমিক রেখা কিসের প্রকাশ ঘটায়?
   (ক) আরাম (খ) অস্বস্তি
   (গ) সততা (ঘ) সাহস

মিল রেখে উত্তর দিন

১। পোশাকের লম্বালম্বি রেখা	ক. উচ্চতাকে ছোট করে দেখায়
২। পোশাকের আড়াআড়ি রেখা	খ. উচ্চতাকে বড় করে দেখায়
৩। সরলরেখার বৈশিষ্ট্য হল	গ. নমনীয়তা কোমলতা
৪। বক্ররেখার বৈশিষ্ট্য হল	ঘ. গম্ভীর ও উদ্দেশ্যমূলক
৫। কেন্দ্র থেকে প্রসারিত রেখা	ঙ. সংযম পরিচয় বহন করে
৬। তির্যকরেখার বৈশিষ্ট্য হল	চ. জীবনীশক্তি ও শক্তির প্রকাশ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রেখা কত প্রকার ও কী কী?

২. রেখার ব্যবহার পোশাক পরিধানকারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে ফুটে উঠে বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ক ৪। ক

মিল রেখে উত্তর দিন ঃ ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ ৫। চ ৬। ঙ

পাঠ ১৫.৩

পোশাক নির্বাচনে বস্ত্রের বুনট বা জমিন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বুনট বা জমিন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বুনন ও বুনটের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- নক্‌শা তৈরিতে বুনট বা জমিনের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বুনট বা জমিন

বস্ত্রের বুনট বা জমিন বুনন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। তাই পোশাক নির্বাচনে বস্ত্রের জমিন বা বুনটের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। কাপড় হাতে স্পর্শ করলেই বুনট বা জমিনের ধরন বোঝা যায়। শুধু চোখে দেখেও বুনট বা জমিন সম্পর্কে ধারণা করা হয়। বস্ত্রের জমিন নানা ধরনের হয়। যেমন মোটা(Course), মিহি(fine), মসৃণ(Smooth), খসখসে(Rough), চকচকে(Sleek) ইত্যাদি।

পোশাক নির্বাচনে বুনট একটি বিবেচ্য বিষয়। এই বুনটগুলো কখনো কখনো নিজেই এক একটা নকশার মতো হয়ে যায়। বুনটের উপর কাপড়ের মসৃণতা, নমনীয়তা, চকচকে ভাব, খসখসে ভাব ইত্যাদি নির্ভর করবে। সে কারণেই জমি পাতলা, মোটা, উঠা উঠা, হালকা ইত্যাদি হয়।

পোশাকের নকশা নির্বাচন দেহের আকৃতি ও প্রকৃতি আকারের কথাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। বস্ত্রের জমিন পোশাকের নকশা ও দেহ কাঠামোকে প্রভাবিত করে। সেজন্য প্রত্যেকেরই তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও দেহ কাঠামোর সাথে সমন্বয় রেখে বস্ত্র নির্বাচন করা উচিত।

মোটা মেয়েদের জন্য মোটা জমিনের বস্ত্র দিয়ে নকশা তৈরি করা পরিহার করা ভালো। তাদের জন্য পাতলা, মসৃণ জমিনের উপর হালকা রঙের সমন্বয়ে নকশা করা উচিত। মোটা মেয়েরা সিল্ক, সার্টিন, মসলিন ও সূতির সাদাসিধা বুননের বিভিন্ন জমিনের কাপড় ব্যবহার করতে পারে। অরগ্যান্ডি বস্ত্রের পোশাক তাদের বেমানান লাগবে। অপরপক্ষে পাতলা, ক্ষীণাঙ্গি মেয়েদের জন্য অরগ্যান্ডি, টাফেটা, ঘনসূতি বস্ত্রের পোশাক বেশি উপযোগী। একই জমিনের বস্ত্র দিয়ে বিভিন্ন নকশা তৈরি করা যায়। তেমনি দুই, তিন, রকমের জমিন দিয়ে সুন্দর নকশা তৈরি করা যায় তবে তা জমিনের কাছাকাছি হওয়া চাই। সুতি কাপড়ের বিভিন্ন বুননের কাপড় দিয়ে একটি নকশা তৈরি করা যায়।

পোশাকের নকশার উপর জমিনের প্রভাব

পোশাকের গঠনমূলক ও সজ্জামূলক নকশায় জমিনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কাপড়ের জমিন বলতে কাপড় কতটা মোটা, চিকন এবং উপরিভাগের মসৃণতা, অমসৃণতা বা খসখসে ভাবকেই বুঝায়। বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন বস্ত্রের জমিন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

১. সুতার প্রকৃতির জন্য বস্ত্রের জমিন বিভিন্ন হয় যেমন সুতি উল, পাট ও রেশম বস্ত্রের জমিন পৃথক হয়।
২. বয়ন পদ্ধতির জন্য দোসূতি, খদ্দর, মখমল, মার্কিন, মসলিন, ইত্যাদি বস্ত্রের জমিন পৃথক হয়।

৩. সমাপ্তি প্রক্রিয়ার সাহায্যে বস্ত্রের জমিন পৃথক হয়। যেমন মারসেরাইজ কাপড় ইত্যাদি।

সব রকমের জমিনের সবসময় সব রকম নকশা মানানসই হয় না। সে কারণে মনানসই পোশাকের জন্য বস্ত্রের জমিনের ওপর ভিত্তি করে নকশা করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শাড়ির জন্য যে জমিন প্রযোজ্য প্যান্ট বা শার্টের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। আবার প্যান্ট ও শার্টের জন্য একই জমিনের বস্ত্র ব্যবহার করা যায় না। স্কার্টের জন্য যে রকম জমিন উপযুক্ত টপস্ এর জন্য তা উপযুক্ত হয় না। পোশাকের গঠনে কোন সূক্ষ্ম নকশা সৃষ্টি করতে হলে মোটা বা খসখসে জমিনের বস্ত্র ততটা বেশি উপযুক্ত সৃষ্টি করতে পারে না। আবার বেশি মসৃণ জমিনে যেকোন রং খুব চকচকে দেখায়। অমসৃণ খসখসে জমিনে রং করলে একটু হালকা ও ঘোলাটে দেখায়। সূক্ষ্ম সুতার তৈরি মিহি জমিনের পোশাকের নকশা বেশি আকর্ষণীয় হয়। সুতি সুতার সাহায্যে তৈরি দোসূতি, তাঁতের সাহায্যে তৈরি তাঁতের কাপড় একটু অমসৃণ। মিলের কাপড় একটু মসৃণ ও পাতলা, মারসেরাইজড সুতি মসৃণ ও উজ্জ্বল তাই ঘরোয়া পোশাকের জন্য অনুপোযোগী। পোশাকে একাধিক বস্ত্র ব্যবহারের সাহায্যে নকশা করতে হলে সব কটি বস্ত্রের জমিনের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। পোশাকের নকশা সৃষ্টিতে পাশাপাশি মসৃণ বস্ত্র জোড়া দিলে নকশাটি আকর্ষণীয় হয় না। কিন্তু জমিনের সাথে নীল জ্যাকেট ও উলের সোয়েটার ভিন্ন জমিনের হলেও বেমানান নয়। কারণ দুটির জমিন একেবারে এক না হলেও দুটিই মোটা ও অনেকটা অমসৃণ।

সূক্ষ্ম নকশা সবসময় সব রকম জমিনে ফুটিয়ে তোলা যায় না। পাইপিং কখনও মোটা ও অমসৃণ জমিনের বস্ত্রে ভালো হয় না। নরম পাতলা ও মসৃণ জমিনের বস্ত্রে যেকোন নকশা সহজেই আকর্ষণীয় করা যায়। কিন্তু একই নকশা কোন মোটা খসখসে জমিনে সুন্দর দেখার না। পোশাকে নকশা সৃষ্টিতে বস্ত্রের জমিন সম্পর্ক গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হয়। সব জমিনে সব ধরনের নকশা উপযুক্ত হয় না। তাই পোশাকের নকশা অনুযায়ী বস্ত্রের জমিন নির্বাচন করা প্রয়োজন। এভাবেই পোশাকে আকর্ষণীয় নকশা সৃষ্টি করা অনেকাংশ সম্ভব।

সারাংশ

আমাদের পোশাক নির্বাচনে জমিনের কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে। দেহের আকৃতি, প্রকৃতি, ও আকারের সাথে কাপড়ের জমিনের সমতা থাকলেই যেকোন নকশাই পরিধানকারীকে সুন্দর দেখাবে। মোটা, বেঁটে মেয়েদের খসখসে, পুরু, মোটা বুনটের বস্ত্রের নকশা করা পোশাক পরিহার করা প্রয়োজন। অপরপক্ষে পাতলা ক্ষীণাঙ্গিনী মেয়েদের জন্য পাতলা, হাল্কা বুনটের বস্ত্রের নকশা যুক্ত পোশাক পরিহার করা প্রয়োজন। মোটা, বেঁটেদের জন্য পাতলা কোমল ধরনের বুনটের বস্ত্র এবং লম্বা ক্ষীণাঙ্গিনীদের জন্য মোটা খসখসে পুরু বুনটের বস্ত্র পোশাকের জন্য নির্বাচন করা সঙ্গত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কাপড়ের মসৃণতা নির্ভর করে কিসের উপর?

(ক) বুনটের উপর	(খ) রেখার উপর
(গ) রঙের উপর	(ঘ) নকশার উপর

২. বেঁটে মেয়েদের কোন জমিনের কাপড় পরিহার করা উচিত

(ক) মসৃণ জমিন	(খ) খসখসে মোটা জমিন
(গ) মার্টিন চকচকে জমিন	(ঘ) টাফেটা জমিন

৩. টাফেটা বস্ত্র কোন মেয়েদের জন্য উপযুক্ত?

(ক) বেঁটে	(খ) মোটা
(গ) কালো	(ঘ) পাতলা

৪. বুনটের মধ্যে দিয়ে কী বোঝা যায়?

(ক) কাপড়ের জমিন	(খ) রং ধারণের ক্ষমতা
(গ) ফ্যাশনের উপযোগী	(ঘ) রেখার ব্যবহৃত উপযোগিতা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পোশাক নির্বাচনে বুনট বা জমিনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২. পোশাকের নকশার উপর জমিনের প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ

১।ক ২।খ ৩।ঘ ৪।ক